R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯২শ বর্ষ
৪৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১২ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।
২৬শে এপ্রিল ২০০৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

জঙ্গিপুরে ভাগীরথী নদীতে নৌকাডুবি চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার

অসিত রায় : শনিবার ২২ এপ্রিল বেলা আড়াইটে নাগাদ মাত্র ৩/৪ মিনিটের কালবৈশাখীর দমকা ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টি জঙ্গিপুরে ভাগীরথী নদীতে নৌকাডুবিতে হারিয়ে গেলো চারটে প্রাণ। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন এমন কয়েকজন, জঙ্গিপুর মহাবীরতলার গয়ানাথ ভকত বা মৃত আকাশ ভট্টাচার্য্যের বন্ধু সুব্রত দাসের কাছ থেকে জানা গেলো, আকাশে কালো মেঘ দেখে লাইনে থাকা মাঝি ইলিয়াস সেখ নৌকা ছাড়তে রাজি না হওয়া সত্ত্বেও বেশী পয়সার লোভে মেয়ের আনা দুপুরের খাওয়া বাদ দিয়ে অন্য মাঝি মঙ্গলু সেখ রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট থেকে জঙ্গিপুর ঘাটের দিকে পাড়ি দেন জনা দশেক যাত্রী নিয়ে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। নৌকা যখন মাঝ গঙ্গায় আচমকা ঝড়ে দিশাহারা মাঝি কোনরকমে নৌকা জঙ্গিপুর পারে নিয়ে গেলেও পার বাঁধানো বোল্ডারের ধাক্কায় ফুটো হয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

সুষ্ঠু নির্বাচনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং প্রার্থীদের তৎপরতা শেষ পর্যায়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমায় অবাধ আর সুষ্ঠু ভোট ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে একদিকে যেমন চলেছে জোর প্রশাসনিক তৎপরতা তেমনই প্রার্থীরা বিধিনিষেধের ঘেরাটোপের মধ্যেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ভোটারদের কাছে তাঁদের মতামত পেঁাছিয়ে দিতে। প্রচারের প্রধান মাধ্যম দেওয়াল লিখন নিষেধ থাকায় পথসভা এবং ভোটারদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়া আর তেমন কোন বৈচিত্র্য চোখে পড়েনি। জঙ্গিপুর মহকুমার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ভোটার ৭,৭৫,৩৮৫ জন। এদের মধ্যে পুরুষ ৩,৯৮,৯৪৯ এবং মহিলা ৩,৭৬,৪৩৬। মোট ভোট কেন্দ্র থাকছে ৮৬৩। তার মধ্যে যে সমস্ত কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা ১,৪০০-র বেশী সেখানে সহায়ক কেন্দ্র হিসেবে থাকছে ৫৬টি কেন্দ্র আর প্রধান ভোট কেন্দ্র থাকছে ৮০৭টি। ভোট প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনিক কর্মযজ্ঞ চলছে একেবারে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। চলছে ভোট কর্মীদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রঘুনাথগঞ্জের রবীন্দ্রভবনে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদে নতুন দল ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল লীগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সুনিশ্চিত করা ও তাদের উপর চলা নানা ধরনের সরকারী অবিচারের বিরুদ্ধে নির্বাচনী লড়াইতে অংশ নিয়ে প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল লীগ। সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর নেতৃত্বে তাঁরা রাজ্য জুড়ে পিপলস্ ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট নামে একটি জোটও তৈরী করেছেন। লড়াই হচ্ছে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, দুই ২৪ পরগণা ও কলকাতাতে। দলের তরফে জঙ্গিপুর ইউনিটের সম্পাদক মহঃ একরামুল হক এক সাক্ষাৎকারে জানান মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান রাজ্য সরকারের নীতি চরম ক্ষতিকর। তারা মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন না তৈরী করে এস এস সি'র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করছেন। রাজ্যের বহু স্থানে ওয়াকফ্ সম্পত্তি জবর দখল হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় বি এস এফ (শেষ পৃষ্ঠায়)

দলীয় কোন্দল ও সাংগঠনিক দুর্বলতা সিপিএমকে এগিয়ে দেবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি (তপঃ) বিধানসভা কেন্দ্রে সে রকম ভোটের প্রচার এখনও চোখে পড়েনি। বিরোধী দল বলতে যা বোঝায়—তৃণমূল বা কংগ্রেসের মধ্যে সেই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না। কংগ্রেসের নিজেদের মধ্যে কোন্দল এবং তৃণমূলের সাংগঠনিক দুর্বলতা বিরোধী চরিত্র হারিয়েছে। এ ছাড়া সিপিএম বা কংগ্রেসের প্রার্থী নির্বাচন ভোটারদের অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। তৃণমূলের একদম অপরিচিত প্রার্থী সম্বন্ধে ভোটারদের কোন ধারণাই নাই। পাশাপাশি গত বিধানসভা নির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী রাজেশ ভকতই এবার কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী। রাজেশ সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। রাজনৈতিক কোন্দলে তাঁকে ঐ পদ থেকে অপসারিত করা হয়। ঐ পদের দায়িত্ব নেন পঞ্চায়েত সমিতির দলনেতা উত্তম মুখার্জী। আরও জানা যায়, সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সামশুল হোদা নৃসিংহ মন্ডলকে প্রার্থী করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে শেষে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে সিপিএম তাদের সাফল্যের (শেষ পৃষ্ঠায়)

অঞ্জনা এখনও নিখোঁজ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া প্রতাপপুর কলোনীর রিক্সাচালক রামপদ হালদারের মেয়ে অঞ্জনা (১৭) গত ১৬ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ। ঐ দিন স্থানীয় ফুলতলা এলাকার এক সাইকেল ব্যবসায়ীর বাড়ীতে কাজ সেরে বিকেলে বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হন অঞ্জনা। তারপর থেকেই তিনি নিখোঁজ। অঞ্জনার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী খোঁজখবর করে মেয়েকে না পেয়ে শেষে থানায় অভিযোগ জানান। কিন্তু এখনও পুলিশের মধ্যে কোন তৎপরতা নাই বলে অভিযোগ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

প্রণাম

কালের আবর্তনে আবার আসিতেছে ১৩ই বৈশাখ। শরৎচন্দ্র পন্ডিত দাদাঠাকুরের শুভ জন্মদিন এবং বেদনামুখর প্রয়াণ দিবস। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ তিনি ভূমিষ্ঠ হন। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের এই দিনেই তিনি মরজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজ তাঁহার স্মৃতি-তর্পণে আমরা বসিয়াছি।

একদা জীর্ণ কুসংস্কারগ্রস্ত আচার সর্বস্ব পল্লীসমাজে যিনি নগ্নপদে বিচরণ করিয়াছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে সেই নগ্নপদের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চারণায় মহানগরী প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। কথায় ও কাজে ছিল মহাআত্মপ্রত্যয়। তাই বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুকেও হেলায় অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছিলেন তিনি। স্বমহিমায় শ্রদ্ধা পাইয়াছেন মতিলাল, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের। সর্বত্রই তিনি ছিলেন এক বিস্ময়। বঙ্গের বিদ্বৎ সমাজের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন অগাধ ভালবাসা। এ তাঁহার স্বীয় সৃজনীশক্তি ও মননের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার 'বোতলপুরাণ' ও 'বিদূষক'-এর মাধ্যমে তিনি যেমন রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই নানাবিধ সামাজিক অন্যায় ও দুর্নীতির জন্য কথার চাবুকে জর্জরিত করিয়াছিলেন তাবৎ জনগণকে, যাঁহারা এই অন্যায় ও দুর্নীতির বেসাতিতে নিরত ছিলেন। তাঁহার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তথাপি তিনি অন্যায়ের সহিত আপোষ করেন নাই। তাঁহার মানসসন্তান 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় তাঁহার নির্ভীক লেখনীর দ্বারা তিনি অশ্রান্তভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন মরমী ও দরদী। নিজ দারিদ্রকে তিনি যেমন শান্তচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি দরিদ্রের দুঃকষ্টে তিনি অভিভূত হইতেন।

আমরা তাঁহার কর্মনিষ্ঠা, সত্যসন্ধতা ও মরমী হৃদয়ের প্রতি জানাই প্রণতি। আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তাঁহার আদর্শ-বর্তিকালোক আমাদের পাথেয় হোক।

দাদাঠাকুর সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্র-পত্রিকা প্রচারের বাহন। পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন জেলায় অনেক পত্র-পত্রিকা সংবাদ আজও প্রচার করে চলেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলার কথা অনেকে ভাবতে পারেননি। গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের কথা তুলে ধরতে অনেক পত্র-পত্রিকায় ব্যঙ্গ কবিতা ছাপা হতো। কয়েকজন কবি ব্যঙ্গ কবিতা রচনার জন্য বিখ্যাত হন।

পশ্চিমবাংলায় এক প্রতিভাশালী পুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। ইনি দাদাঠাকুর অর্থাৎ শরৎচন্দ্র পন্ডিত। ইনি কোনদিন পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাননি। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল অনাড়ম্বর। তিনি কয়েকটি টাকা সম্বল করে একটি ছোট ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সম্পাদিত 'বিদূষক' পত্রিকা বাংলা ১৩২৯ সালে প্রকাশিত হয়। ওই সময় কলকাতায় 'বিদূষক' পত্রিকার আস্তানা ছিল—১৯৫ নং মুক্তারামবাবু স্ট্রীট। আট পৃষ্ঠার পত্রিকা নিয়ে দাদাঠাকুর কলকাতার পথে পথে ঘুরে বিক্রি করতেন। তাঁর পত্রিকায় ছাপা হতো কবিতা, ছোট গল্প এবং সংবাদ। দাদাঠাকুর ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক, লেখক, কম্পোজিটর, মুদ্রাকর, প্রকাশক এবং তিনিই বিদূষকের হকার।

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পন্ডিত প্রেস। এই প্রেসে কাগজ ছেপে তিনি কলকাতায় 'বিদূষক' পত্রিকা বিক্রি করতেন। তাঁর রচিত রঙ্গ ব্যঙ্গাত্মক কবিতা 'বিদূষক' পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। ব্যঙ্গ কবিতার জন্য তাঁর পত্রিকা যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিল। দাদাঠাকুর রচিত বহু রঙ্গ ব্যঙ্গাত্মক কবিতা, হাসির গান, তাঁর সম্পাদিত 'বিদূষক' এবং 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

দাদাঠাকুর ছিলেন নির্ভিক, অসাধারণ তেজস্বী পুরুষ। সমাজের দোষ-ত্রুটি নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করতেন। বিদূষকের পৃষ্ঠায় আজও সেকালের বহু ঘটনা ছড়িয়ে আছে। দাদাঠাকুর তেজস্বী লেখনীর জন্য আঞ্চলিক সাময়িক পত্রের সাংবাদিকতার একটি ধারার স্রষ্টা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, রুশ-বিপ্লবের প্রভাব আলোড়িত করেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। বাংলা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে রুশ দেশের সংবাদ। মহান বিপ্লবী লেনিনের সংবাদও দাদাঠাকুরের 'বিদূষক' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দাদাঠাকুর কবিতায় উল্লেখ করেন ঃ 'খবর এসেছিল আগে লেনিন এবার বাঁচবেনা, / বোধহয় তাহার পাকা খুঁটি এবার আর কাঁচবেনা। / কোষ্ঠী কেহ দেখেছ তার ? নাই তাহাতে মৃত্যু যোগ, / এ সপ্তাহে খবর এলো, লেনিন এখন মুক্ত রোগ।'

সেকালে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদক রাজরোষে পড়েছিলেন। সেই সংবাদ প্রকাশ করেন দাদাঠাকুর ঃ

'ডেপুটি কমিশনার, কিডের হাতে
খেয়ে মার,
মূর্চ্ছাগত হেমনলিনী ঘোষ,
"সার্ভেন্টের" সম্পাদক, আর তার
প্রকাশক,
প্রকাশ করে করলে মহাদোষ।
প্রেসিডেন্সির আদালতে, মানহানির
ধারামতে,
হাকিম হুকুম দিল তার—
এই রায়ে গেল জানা, পাঁচশো টাকা
জরিমানা,
দন্ডেতে দন্ডিত এডিটার।
এ টাকা না দিলে পরে, ছয়মাস
লাল-ঘরে,
করিতে হইবে তাঁরে বাস,
প্রকাশক প্রিন্টার' পচাশ রুপেয়া তার,
বিকল্পে শ্রীঘর একমাস।
হাইকোর্টে আপীলে, দু-জনে
দু-মত দিলে,
অন্য জজ করিল বিচার,
শুনিলাম তাঁর মতে, নিম্নতন আদালতে
অঙ্গহানি আছে মামলার।
প্রবাদ বচনে বলে, যদি হাকিম টলে,
হুকুম টলেনা কোন মতে,
আসামী নোটিশ পেয়ে, আদালতে
এলো ধেয়ে,
বাহাল রহিল রায় সেই,
হাকিমের কাজে এটি, ভুগিল
আসামী দুটি,
এক মুরগী দু'বার জবাই।'

আর একটি সংবাদ দাদাঠাকুর প্রকাশ করেন ঃ

'নায়ক নায়ক
পাঁচকড়িবাবু,
প্রিন্টার শশধর,
স্টেটস্‌ম্যানের
প্রিয়নাথ গুহ
তিনজনের উপর,

(৩য় পৃষ্ঠায়)

এক দুর্লভ ব্যক্তিত্ব (২য় পৃষ্ঠার পর)

মানহানি কেস
করিয়াছে দায়ের
শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ রায়,
এ তিনের নামে,
হাকিম সাহেব,
শমন দিলেন তায়।
"ক্ষিপ্ত কুকুর"
"ঘৃণ্য শৃগাল"
"বানর" বলিয়া তাঁরে,
এ আসামীগণ
করে মানহানি,
অনর্থক বারে বারে।
বাদীর পত্নী,
কন্যাদিগকে,
করিয়াছে আক্রমণ,
বাদীর অসহ্য
হইল এ সব,
এ নালিশ সে কারণ।
আপোষ যদ্যাপি,
না হয় মামলা,
অন্য বারের মত
কাজীর বিচারে,
কি যে হয়,
তাহা হইবেন অন্তগত।'

আগে উল্লেখ করা হয়েছে, দাদাঠাকুর কলকাতায় পথে পথে ঘুরে 'বিদূষক' পত্রিকা বিক্রি করতেন। ওই সময় কলকাতা শহর ভারতের মুক্তিকামী প্রগতিশীল নাগরিকের হয়েছিল কর্মক্ষেত্র।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ওই সব পত্র-পত্রিকার মধ্যে দাদাঠাকুরের 'বিদূষক' এবং 'জঙ্গিপুর সংবাদ' বিশেষত্ব দাবি করে। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ওই দুটি পত্রিকায় আঞ্চলিকভাবে অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ তুলে ধরার চেষ্টা তিনি করেন। আজও তাঁর কথা অনেকের মুখে মুখে ঘুরছে। দাদাঠাকুর অন্যায়ের প্রতিবাদে সাংবাদিকতাকে করেছিলেন হাতিয়ার। তাঁর সম্পাদিত সাময়িক পত্র সেদিন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাংলার সংবাদ পত্রের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য পত্রিকারূপে স্থান অধিকার করে আছে—'বিদূষক' এবং 'জঙ্গিপুর সংবাদ'।

পাত্র চাই

বৈষ্ণব, বয়স ২২, উচ্চতা ৫' ২", অতি সুন্দরী, ফর্সা অবস্থা-সম্পন্ন ঘরের একমাত্র কন্যা। সংস্কৃতে এম, এ পাঠরতা। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক, সরকারী উচ্চপদে চাকুরিরত ফর্সা সুদর্শন স্মার্ট পাত্র কাম্য। সবর্ণ বা উচ্চ অসবর্ণ চলিবে। স্থানীয় অগ্রগণ্য। ফোন ঃ (০৩৪৮৩) ২৬৬২০৮/২৬৬৮১৩

Murshidabad College of Engineering & Technology

P.O. Cossimbazar Raj, Banjetia
Dist. Murshidabad, Pin—742102

QUOTATION NOTICE NO.—3/2006

Sealed Quotations are invited from bonafied, resourceful Contractors / Suppliers / Quarry Owner / Brick Field Owner for the following category Rejection stone chips pure 5/8" Size, 1/2" Size, 1/4" Size (Pakar Variety) and supply of coarse, sand (saithia) & 1st class bricks Superior Quality) for the construction of workshop & other composite Building on urgent basis. The rate inclusive all should be quoted in both figures and words clearly. The sealed quotation should be submitted in a sealed cover addressed of the Principal-in-charge, MCET along with Earnest Money deposit of Rs. 5,000/- to be drawn in favour of MCET, S.T. clearance Certificate / I.T. Return submission of the sealed Quotation is 28.04.06 upto 1 p. m. and the same will be opened immediately after words in the presence of the Quotationers. The undersigned may accept / reject any Quotations / part there of without assigning any reason whatsoever.

The sample of the materials for which rate is offered should be supplied with the Tender in a separate bag.

(Dr. P. K. Ghosh)
Principal-in-charge

Ref. No. 162 / En / 1 / 1-4 / 06 Date 19. 4. 06

এম, আর ডিলার্স সমসেরগঞ্জ থানা কমিটি গঠন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৮ এপ্রিল ধুলিয়ান গরু হাট তন্তুবায় সমিতি হলে সমসেরগঞ্জ থানা এম, আর ডিলার এ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটি গঠনে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাজ্য ও জেলা কমিটির সদস্য মোজাফ্ফর হোসেন সভাপতিত্ব করেন। এ ছাড়া জেলা সম্পাদক ও সভাপতি মোহাঃ সামসুদ্দিন ও কৃষ্ণধন দাস, জঙ্গিপুর মহকুমার নেতৃবৃন্দ যথা স্বপন পাল, দুলাল দত্ত এবং ফরাক্কা থানার নেতা আসরাফুল হক সাংগঠনিক ও এ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্ব ও বিশেষত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। শেষে বর্তমান বছরের জন্য সর্বসম্মতক্রমে আবদুল কাইউম সভাপতি, নীলরতন দাস সম্পাদক ও আবদুল হান্নান কোষাধ্যক্ষসহ ১৩ জনকে নিয়ে একটি কমিটি করা হয়। বিশিষ্ট নেতা জারজিস বিশ্বাস উপস্থিত সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

জুলুম করে পারানির কড়ি আদায়

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ জঙ্গিপুর পুরসভা নিয়ন্ত্রিত ডোমপাড়া ফেরী ঘাট ও সদরঘাট ফেরী ঘাটে এ বছর ডাকের পর থেকেই পারাপারে বেনিয়ম শুরু হয়ে গেছে। যাত্রী পিছু মাশুল পঁচিশ পয়সা পুরসভা থেকে নির্দ্ধারিত থাকলেও ঘাটে নিযুক্ত কর্মীরা জোর করে পঞ্চাশ পয়সা আদায় করছে। এবার বেশী টাকায় ঘাট নেয়া হয়েছে তাই নিজেরাই নাকি এই নিয়ম চালু করেছে। এ ব্যাপারে পুর কর্তৃপক্ষ কিছু জানেন ?

অরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রসহ মুর্শিদাবাদের সব কেন্দ্রই হবে বামেদের

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ৮ এপ্রিল সমসেরগঞ্জ ব্লক সোসালিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ কর্মিসভায় অরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট তথা সিপিআই (এম) প্রার্থী কমঃ তোয়াব আলির সমর্থনে ব্যাপক প্রচারাভিযান এবং প্রতিটি গ্রামে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে জোর দেন। সোসালিষ্ট পার্টির ব্লক সভাপতি আবদুস সামাদ এবং সম্পাদক এম, ফিরোজ বোগদাদী কর্মি ও সমর্থকদের অরঙ্গাবাদ বিধানসভা এলাকার মধ্যে সক্রিয়-ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুরূপভাবে একই দিনে সমসেরগঞ্জ প্রাইমারী বিদ্যালয়ে স্থানীয় ব্লকের আর এস পির নেতৃবৃন্দ এক কর্মি সভায় কমঃ তোয়াব আলীর সমর্থনে ভোট প্রচারে সংগঠিত হতে আবেদন জানান। কর্মি সভায় কমঃ নন্দলাল সরকার, থানা সম্পাদক রৌশান আলী ও জননেতা অশোক সিংহ বক্তব্য রাখেন।

মানুষের মহাজোট গড়ে উঠছে ঃ হুমায়ন রেজা

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ গত ১৫ এপ্রিল ধুলিয়ান ডাকবাংলায় এক কর্মি সভায় কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ন রেজা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই বললেন—চারিদিকে মানুষের মহাজোট গড়ে উঠেছে। সিপিএমের বিরুদ্ধে যে কেন্দ্রে যিনি শক্তিশালী প্রার্থী তাঁর সমর্থনেই বিরোধী দলের নীচের তলার কর্মীরা কাজ করছেন। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসবে ততই এই প্রবণতা বাড়বে বলে দাবি করেন হুমায়ন রেজা। তিনি আরও বলেন মানুষ মহাজোট চেয়েছিল। কিন্তু সিপিএম বিরোধী জোট কিংবা আসন রফা আমরা করতে পারিনি। তবুও বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে একজন প্রার্থীকেই বেছে নেন। যে কেন্দ্রে যাকে শক্তিশালী প্রার্থী মনে হবে তাকেই সমর্থন করুন। এভাবেই বিভিন্ন জেলাতেও গড়ে উঠেছে মহাজোট।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল লীগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

জওয়ানদের হাতে নিয়মিত নিগৃহীত হচ্ছেন সংখ্যালঘুরা। রেশন কার্ডে তাদের নাম ভুল ছাপা হচ্ছে। প্রকৃত অভাবী সংখ্যালঘুদের বি পি এল তালিকায় আনা হচ্ছে না। সরকারী চাকুরিতে মাত্র ২ শতাংশ ক্ষেত্রে মুসলিমরা আছেন। অথচ জনসংখ্যার অনুপাতে তাঁরা ৩০ শতাংশ। এরই প্রতিবাদে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে মওলানা নজরুল ইসলাম, অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রে আখতারুল ইসলাম, সাগরদীঘিতে অশোককুমার দাস, লালগোলায় আকবর হোসেন, মুর্শিদাবাদে মোস্তাক আহমেদ ও হরিহরপাড়ায় তায়েদুল ইসলাম সংখ্যালঘুদের সমর্থন চেয়ে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। এটাই আই এন এলের প্রথম জেলাতে নির্বাচনী লড়াইতে আত্মপ্রকাশ। দলের দাবী, তাদের পিছনে মুসলিম ছাত্র সংগঠন ও জামাত-ই ইসলামীর সমর্থন আছে।

চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার (১ম পৃষ্ঠার পর)

জল ঢুকতে শুরু করে নৌকায়। এর ফলে আতংকিত যাত্রীদের চাপে ভারসাম্য হারিয়ে নৌকাটি ডুবে যায়। রঘুনাথগঞ্জের হাসপাতাল রাস্তার সাইকেল মিস্ত্রী জঙ্গিপুরের সুকুমার দাস (৬৩) ঐ নৌকার যাত্রী হয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। তিনি সাঁতার কেটে বাঁচারও চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আতংকের রেশ কাটিয়ে ওঠার আগেই মৃত্যু ছিনিয়ে নিল প্রাণটা। সহযাত্রী ছিলেন মালদার ২৯ বছরের মেডিক্যাল রিপ্রেসেন্টিভ আকাশ ভট্টাচার্য্য। নিষ্ঠুর নিয়তির হাত থেকে তিনিও রেহাই পাননি। দেড়-দিন বাদে মৃতদেহ পাওয়ার পর সকলের মনে হয়েছে হাতের সচল ঘড়ির পরিবর্তে তার জীবনের গতিটা যদি সচল থাকতো! ছিলেন কানুপুর নবজাগরণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বালিঘাটার ২২ বছরের সৈয়দ শাহবাজ মোমিন। তিনিও হারিয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য। প্রিয়জনের মৃত্যু সব সময়েই বিষাদময় এবং মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পরীক্ষার বার্ষিক ফল আনতে যাওয়া জঙ্গিপুর গার্লস হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী রঘুনাথগঞ্জের ১৬ বছরের সুস্মিতা দত্তর মৃত্যুর দুঃসহ ব্যথা কোনদিনই হয়তো মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না বন্ধু বর্ণালী। ঈশ্বরের করুণায় যে কয়জন সহযাত্রী নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিলেন শোকস্তব্ধ, আতংকে দিশাহারা হতবাক বর্ণালী যে ছিল তাদেরই একজন। আকাশবাবু আর সুস্মিতার মৃতদেহ পাওয়া যায় রবিবার আর শাহবাজের সোমবার। গঙ্গায় দফরপুর-মহম্মদপুরের কাছাকাছি। ইলিশ মাছ ধরা জালে সুস্মিতার নিথর দেহটি উদ্ধার করেন সোনাটিকুরী কলোনীর সুবল হালদার ও তাঁর সহযোগী রঘুনাথগঞ্জ মারোয়ারী ঘাট চত্বরের বাসিন্দা দ্বিজেন হালদার। নৌকার চালক মঙ্গলু আপাততঃ পুলিশ হেফাজতে।

প্রার্থীদের তৎপরতা শেষ পর্যায়ে (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভোট প্রার্থীদের নাম ইলেকট্রোনিক ভোটিং মেসিনে ঢোকানোর কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে ২৫ এবং ২৬ এপ্রিল। কর্মীদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার পর্ব মূলতঃ ভোটের আগের দিন হলেও দূরের কিছু কর্মীকে বেরিয়ে পড়তে হবে আরও একদিন আগে অর্থাৎ ১ মে। ৫০ ফরাক্কা কেন্দ্রের আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র নেওয়া এবং যাত্রা শুরু হবে মহকুমা অফিস থেকে। ৫১ অরঙ্গাবাদ এবং ৫২ সুতী কেন্দ্রের ভোটের সামগ্রী নেওয়ার ব্যবস্থা রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, আর তাদের যেতে হবে ম্যাকেঞ্জী পার্ক মাঠ থেকে। ৫৩ সাগরদীঘি আর ৫৪ জঙ্গিপুর ভোটকর্মীদের জিনিষ নেওয়ার জায়গা হলো জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়। ৫৩নং-এর যাওয়ার জায়গা ঠিক হয়েছে জঙ্গিপুর পি, ডবলু, ডি মাঠ এবং ৫৪নং-এর জন্যে ব্যবস্থা রয়েছে জঙ্গিপুর বাস স্ট্যান্ডের কাছে। প্রয়োজনীয় তথ্য জানার জন্যে কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগের বর্তমান ফোন নং ০৩৪৮৩-২৬৬২৩৪।

সিপিএমকে এগিয়ে দেবে (১ম পৃষ্ঠার পর)

তালিকায় নিয়ে এসেছে ক্ষেত মজুরদের আন্দোলনে সাফল্য, বিড়ি শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, সাগরদীঘি বিদ্যুৎ প্রকল্পে ম্যানেজমেন্ট ও কনট্রাকটরদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া আদায় করা, পি এফসহ মজুরী বৃদ্ধি ও ডবল ওভারটাইম দিতে বাধ্য করানো হয়। এক সাক্ষাৎকারে বিদ্যুৎ সহায়ক কর্মী ইউনিয়নের সম্পাদক মোহন চ্যাটার্জী এই তথ্য দেন।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।